দ্বন্দ্ব এবং সমাধান

Confrontation & Resolution

পরীক্ষা পর উভয় নাবী কিছুকাল বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ইউসুফ (আঃ) কারাগারে অবস্থান করছিলেন এবং মুসা (আঃ) মরুভূমিতে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। অতঃপর উভয়ই তাঁদের পুরাতন দ্বন্দ্বে ফিরে এসেছিলেন। ইউসুফ (আঃ)-এর প্রাথমিক দ্বন্দ্ব ছিল মিশরের সেইসব মহিলাগণের বিরুদ্ধে এবং সর্বশেষ দ্বন্দ্ব ছিল তাঁর ভাইদের সাথে। অন্যদিকে মুসা (আঃ)-এর দ্বন্দ্ব ছিল ফিরাউনের সাথে। দ্বন্দ্বগুলো সমাধান হয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব এবং সমাধানের বিভিন্ন ঘটনাসমূহে একই রকম তুলনামূলক ধারা পরিলক্ষিত হয়।

১. ইউসুফ (আঃ) যে রাজ্যে ছিলেন সেখানকার রাজা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। মুসা (আঃ)-এর রাজ্যের রাজা ফিরাউন স্বপ্ন দেখেছিল।

Yusuf: The King Sees a Dream. Musa: The king Sees a Dream

ইউসুফ (আঃ) মিশরের যে রাজ্যে ছিলেন সেখানকার রাজা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা বর্ণিত হয়েছে সুরাত ইউসুফে ১২:৪৩

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ ১২:৪৩ আর রাজা বললেন -- "আমি নিশ্চয়ই দেখলাম সাতটি হৃস্পুষ্ট গরু, তাদের খেয়ে ফেলল সাতটি জীর্ণশীর্ণ, আর সাতটা সবুজ শীষ আর অপর শুক্নো। ওহে প্রধানগণ! আমার স্বপ্নে তাৎপর্য আমাকে বলে দাও যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারো।''

ফিরাউনের স্বপ্নের ব্যাপারে বানী ইসরাইলি উৎসে সরাসরি বর্ণনা থাকলেও কুরআনে সেই বর্ণনা নেই। বানী ইসরাইল বর্ণনা অনুসারে ফিরাউন একটি দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। সেই স্বপ্ন অনুযায়ী বানী ইসারাইল জাতি থেকে একটি শিশুর আবির্ভাব ঘটবে যে পরবর্তীতে তাকে রাজ্যচ্যুত করবে। ফলে ফিরাউন বানী ইসরাইল জাতির নবজাতক পুরুষ শিশু হত্যার আদেশ দিয়েছিল। তবে কুরআন গবেষকগণ সুরা কসাসের ২৮:৬ আয়াতের শেষাংশ আলোচিত ফিরাউনের স্বপ্ন সংক্রান্ত হতে পারে বলে মত দিয়ে থাকেন। কারণ এই আয়াতের পর পরই মুসা (আঃ) এর জন্মের সময়কার বর্ণনাটি শুরু হয়।

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾ ২৮:৬ আর দেশে তাদের প্রতিষ্ঠা করতে, আর ফিরআউন ও হামান ও তাদের সেনাবাহিনীকে আমরা তা দেখাতে যা তারা তাদের থেকে আশংকা করত।

২. ইউসুফ (আঃ)-এর সময়কার মিশরের রাজা মিশরের ভবিষত পরিস্থিতি নিয়ে স্বপ্নটি দেখছিল। ফিরাউনও মিশরের ভবিষত সংক্রান্ত একটি স্বপ্ন দেখেছিল।

Yusuf: The Dream is about the fate of Egypt. Musa: The Dream is about the fate of Egypt.

৩. ইউসুফ (আঃ)-এর সময়কার মিশরের রাজা স্বপ্নটির অর্থ বুঝতে পারছিল না। ফিরাউন তার স্বপ্নটির ব্যাখ্যা নিজেই সুস্পষ্টভাবে বুঝেছিল।

Yusuf: The king doesn’t know what it means.
Musa: The king does know what it means.

৪. ইউসুফ (আঃ)-এর সময়ে সাতটি ভাল বছর নির্দেশ করছিল এর পরে সাতটি খারাপ বছরে এগুলো সাপোর্ট হিসেবে কাজ করবে। অন্যদিকে ফিরাউনের অনেকগুলো মন্দ বছর সতর্ক করছিল বিনয়ী হবার জন্য অন্যথায় এর পরে আরো মন্দ সময় আসছে।

Yusuf: Seven good years meant to help with seven bad ones.
Musa: Several bad years meant to humble and save from that worst outcome.

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾ ৭:১৩০ আর আমরা নিশ্চয়ই ফিরআউনের লোকদের পাকড়াও করেছিলাম বহুবৎসরের খরা আর ফল-ফসলের ক্ষতি দিয়ে, যেন তারা অনুধাবন করে।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ ৭:৯৪ আর আমরা কোনো জনপদে কোনো নবী পাঠাইনি তাদের বাসিন্দাদের দুঃখ ও দুর্দশা দিয়ে পাকড়াও না-ক'বে, যেন তারা নিজেরা বিনয়াবনত হয়।

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ ৩২:২১ আর আমরা অবশ্যই লঘু শাস্তি থেকে তাদের আস্বাদন করাব বৃহত্তর শাস্তির উপরি, যেন তারা ফিরে আসে।

৫. ইউসুফ (আঃ)-এর রাজার দরবারে মিশরের ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হবার ক্ষেত্রে কারাগারের তাঁর সেই সঙ্গীর কিছু ভূমিকা ছিল। ফিরাউনের রাজ দরবারে সেই ব্যক্তি [মুসা (আঃ)-এর পুলিশ বন্ধু, যিনি গোপনে ঈমান এনেছিলেন)] মুসা (আঃ)-কে মিশরের ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহনের আহবান করেছিল।

Yusuf: The cellmate calls upon Yusuf as savior of Egypt in king's court.

Musa: The believer calls upon Musa as savior of Egypt in king's court.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ ১২:৪৬ "ইউসুফ! হে সত্যবাদী! আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করে দাও সাতটি মোটাসোটা গরু যাদের খেয়ে ফেলল রোগা-পাতলা সাতটি, এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুক্‌নো, -- যেন আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি যাতে তারা জানতে পারে।''

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾
৪০:২৮ 'আর ফির'আউন বংশের এক মুমিন ব্যক্তি যে তার ঈমান গোপন রাখছিল সে বলল, 'তোমরা কি একটি লোককে কেবল এ কারণে হত্যা করবে যে সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ্' অথচ সে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে? সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপরই বর্তাবে তার মিথ্যা; আর সে যদি সত্যবাদী হয় তবে যে বিষয়ে সে তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছে তার কিছু তোমাদের উপর আপতিত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে হিদায়াত দেন না, যে সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদী'।

৬. ইউসুফ (আঃ) মিশরের রাজার সামনে সেচ্ছায় উপস্থিত হতে চেয়েছিলেন। অন্যদিক আল্লাহ্ মুসা (আঃ)-কে ফিরাউনের দরবারে হাজির হতে আদেশ করেছিলেন।

Yusuf: Wants to stand before king

Musa: Commanded to stand before king

ইউসুফ (আঃ) নির্দোষ ছিলেন এবং সেই সময়কার রাজা ফিরাউনের মত অত্যাচারী ছিল না, ফলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে রাজার সামনে হাজির হতে চাচ্ছিলেন।

অন্যদিক ফিরাউন ছিল সবচেয়ে স্বৈরাচারী, অত্যাচারী শাসক এবং মুসা (আঃ)-এর একটি অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ছিল। ফলে তিনি ফিরাউনের কাছে ন্যায় আচরণ পাওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। ফলে তিনি ফিরাউনের মুখমুখি হতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে ফিরাউনের দরবারে হাজির হবার আদেশ দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় সাপোর্টের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। বর্ণিত হয়েছে সূরা তাহা'য়:

اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ ২০:৪৩ "তোমার দুজনে ফিরআউনের কাছে যাও, নিঃসন্দেহ সে সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾ ২০:৪৫ তাঁরা বললেন -- "আমাদের প্রভু! আমরা অবশ্য আশংকা করছি পাছে সে আমাদের প্রতি আগবেড়ে আক্রমণ করে, অথবা সে সীমা ছাড়িয়ে যায়।''

قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾ ২০:৪৬ তিনি বললেন -- "তোমরা দুজনে ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, আমি শুনছি ও দেখছি৷

৭. ইউসুফ (আঃ) সেই মহিলাদের জিজ্ঞাসা করার জন্য রাজাকে আহবান করেছিলেন। মুসা (আঃ)-কে তাঁর অতীত অপরাধ সম্পর্কে ফিরাউন জিজ্ঞাসা করেছিল।

Yusuf: Asks to question the women.

Musa: Gets asked about his past crime.

রাজার স্বপ্নের কাংখিত ব্যাখ্যা পাওয়ার পর রাজা ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর দরবারে নিয়ে আসার আদেশ দিয়ে তাঁর কাছে ম্যাসেঞ্জার পাঠিয়েছিলেন। ইউসুফ (সাঃ) তাঁর নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কারাগার থেকে বের না হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে উক্ত মহিলাদের বিষয়টি জিজ্ঞাসা করার জন্য রাজাকে আহবান করেছিলেন:

قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ১২:৫০ তিনি বললেন -- "তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস কর সেই নারীদের কি হল যারা তাদের হাত কেটেছিল৷

অন্যদিকে ফিরাউনের দরবারে হাজির হবার পর ফিরাউন মুসা (আঃ)-কে প্রশ্ন করছিল।

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ ২৬:১৮ সে বললে -- "তোমাকে কি ছেলেবেলায় আমাদের কাছেই লালনপালন করি নি, এবং তুমি কি আমাদেরই মধ্যে তোমার জীবনের বহু বৎসর কাটাও নি ? ১৯. "আর তোমার কাজ যা তুমি করেছ তা তো করেইছ, তথাপি তুমি অকৃতজ্ঞদের মধ্যেকার!’’

৮. ইউসুফ (আঃ) নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। মুসা (আঃ) দোষী স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

Yusuf: Proves His Innocence.

Musa: Admit His Guilt.

শহরের সংশ্লিষ্ট মহিলাগণ ইউসুফ (আঃ)-কে নির্দোষ হিসেবে স্বাক্ষ্য দিয়েছিল (১২:৫১)। ফলে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন।

قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ১২:৫১ তারা (মহিলাগণ) বললে -- আল্লাহ্‌র কি নিখুঁত সৃষ্টি! আমরা ওর মধ্যে কোনো দোষের কথা জানি না৷’’ নগর-প্রধানের স্ত্রী বললে -- "এক্ষণে সত্য প্রকাশ পেয়েছে, আমিই তাকে কামনা করেছিলাম তার অন্তরঙ্গতার, আর নিঃসন্দেহ সে অবশ্যই ছিল সত্যপরায়ণদের মধ্যেকার৷’’

মুসা (আঃ) তাঁর দোষ স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ ২৬:২০ তিনি বললেন -- "আমি এটি করেছিলাম যখন আমি পথভ্রষ্টদের মধ্যে ছিলাম৷ ২১. "এরপর যখন আমি তোমাদের ভয় করেছিলাম তখন আমি তোমাদের থেকে ফেরার হলাম, তারপর আমার প্রভু আমাকে জ্ঞান দান করেছেন, আর তিনি আমাকে বানিয়েছেন রসূলদের অন্যতম৷

প্রথম থেকে একই ধারা বিদ্যমান। একজন নির্দোষ হয়েও কারাগারে, অন্যজন দোষী হয়েও কারাগারের বাইরে। একজন নির্দোষ প্রমানিত, অন্যজন দোষ স্বীকার করে নিলেন। একজন রাজার দরবারে সেচ্ছা যেতে চাইছিলেন, অন্যজনকে রাজার দরবারে যাবার জন্য আদেশ করা হয়েছিল।

৯. স্বপ্নের ব্যাখ্যার পর রাজা ইউসুফ (আঃ)-কে শুধু কারাগার থেকে মুক্তি দেন নি, রাজা তাঁকে রাজকার্যে নিয়োজিত করে পদোন্নতি দিয়েছিলেন। অন্যদিকে মুসা (আঃ)-কে ফিরাউন তাঁর রাজপুত্রের স্ট্যাটাস বাতিল করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর হুমকি দিয়েছিল, ফলে তাঁর পদঅবনতি হয়েছিল।

Yusuf: King promotes him.

Musa: King threatens him.

ইউসুফ (আঃ)-কে রাজা একান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন. তাঁকে স্থায়ী বিশ্বস্ত পরামর্শক হিসেবে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) তাঁর প্রতি রাজার প্রাপ্ত অনুগ্রহে তৃপ্ত হয়ে বসা থাকলেন না, তিনি একটি গুরু দায়িত্ব চেয়ে নিলেন। ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নের ব্যাখ্যাটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যের ধনসম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং প্রদত্ত হয়েছিলেন (১২:৫৪-৫৫)।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ ১২:৫৪ আর রাজা বললেন -- "তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তাঁকে আমার নিজের জন্য একান্তভাবে গ্রহণ করব।'' সুতরাং তিনি যখন তাঁর সাথে আলাপ করলেন তখন বললেন -- "আপনি আজ নিশ্চয়ই হলেন আমাদের সমক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত, বিশ্বাসভাজন।'' ৫৫. তিনি বললেন -- "আমাকে দেশের ধনসম্পদের দায়িত্বে নিয়োগ করুন। নিঃসন্দেহ আমি সুরক্ষক, সুবিবেচক।''

ফিরাউনের সাথে প্রাথমিক কথোপকথনের এক পর্যায়ে ফিরাউন মুসা (আঃ)-কে কারাগারে প্রেরণের হুমকি দিয়েছিল:

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ ২৬:২৯ সে বললে -- "তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ কর তবে আমি আলবৎ তোমাকে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করব।''

ইতিপূর্বে মুসা (আঃ) ফিরাউনের দরবারে রাজপুত্রের জায়গায় ছিলেন। উক্ত কথোপকথনের পর তাঁকে রাজ্যের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা হল এবং কারাগারে পাঠানোর হুমকি দেয়া হয়েছিল, ফলে বলা যায় তাঁর পদঅবনতি হয়েছিল।

১০. ইউসুফ (আঃ)-এর আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতায় স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যার কারণে তৎকালিন মিশরের উন্নতি নিশ্চিত হয়েছিল। মুসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ যেসব নিদর্শন প্রদান করেছিলেন তা মিশরের উন্নতি ধ্বংসের সংকেত প্রদান করছিল।

Yusuf: His divinely inspired Interpretation is ensuring Egypt’s prosperity.

Musa: His divinely granted signs are unraveling Egypt’s prosperity.

ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতায় রাজার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং পরবর্তীতে নিজে সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে তৎকালিন মিশরের সার্বিক উন্নতিতে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। ফলে বলা যায় যে, আল্লাহ্’র বিশেষ নিদর্শন তাদের দুনিয়াবি উন্নতির দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

মুসা (আঃ)-কে যেসব নিদর্শন দেয়া হয়েছিল, ৯টি নিদর্শন (১৭:১০১), সেগুলো মিশরের উন্নতিগুলোকে ধ্বংস করছিল। যেমন পঙ্গপাল এসে ফসলের ক্ষতি করেছিল, রোগের আবির্ভাব ঘটেছিল, মানুষ মারা যাচ্ছিল, তুফান এসে অবকাঠামো ধ্বংস করেছিল, নদীর পানি লাল হয়ে তা খাবার অনুপোযুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছিল। সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এসেছিল। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের প্রকোপে আমরা সেই রকম একটি আযাবের নির্দশন অবলোকন করছি। কারণ বর্তমানে অগণিত ফিরাউন দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, মুসা (আঃ)-এর কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত নিদর্শনগুলো তৎকালিন মিশরের অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা ব্যাহত করে অবনতির ধারায় নিয়ে গিয়েছিল।

১১. ইউসুফ (আঃ) রাজাকে তাঁকে অর্থ মন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়ার জন্য বলেছিলেন। মাদাইনে মুসা(আঃ)-এর শশুড় তাঁকে মেষপালকের দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন।

Yusuf: Asked to made minister of finance.

Musa: Was asked to help work for the household.

ফলে দেখা যাচ্ছে যে ইউসুফ (আঃ) মেষপালক সমাজ থেকে রাজকীয় পরিবেশে প্রবেশ করেছিলেন। অন্যদিকে মুসা (আঃ) রাজকীয় পরিবেশে বড় হয়ে পরবর্তীতে মেষপালক হয়েছিলেন।

১২. রাজা ইউসুফ (আঃ) এর সততা এবং বক্তব্যসমূহ ব্যাখ্যার দক্ষতার জন্য রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। মুসা (আঃ) এর সততা এবং শারিরীক শক্তিমত্তার জন্য তাঁকে মেষপালকের চাকুরিটি প্রদান করা হয়েছিল।

Yusuf: Hired based on honesty and interpretive skills.

Musa: Hired based on honesty and strength.

কাউকে কাজে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে দুইটি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রথমত সততা, দ্বিতীয়ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা। দুটিই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। যেকোন একটির অনুপস্থিতি নিয়োগের উদ্দেশ্যকে অকার্যকর করে দেয়।

ইউসুফ (আঃ) এর ক্ষেত্রে রাজা তাঁর সততার পরিচয় পেয়েছিলেন পাশাপাশি বক্তব্যসমূহের সঠিক বিশ্লেষনের সক্ষমতা দেখেছিলেন, যা একজন দক্ষ ব্যবস্থাপকের অতীব প্রয়োজনীয় দক্ষতা। ফলে রাজ্যের ধনসম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটি চাওয়া মাত্রই ইউসুফ (আঃ)-কে তা দিয়ে দেয়া হয়েছিল।

অন্যদিকে মরুভূমির সেই দুইজন মহিলা এবং তাদের বৃদ্ধ পিতা মূসা (আঃ)-এর সততার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রত্যক্ষ করেছিল। পাশাপাশি তাঁর শারিরীক শক্তিমত্তাও দেখেছিল। ফলে তাদের পরিবারের জন্য মেষপালকের কাজটিতে তাঁকে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বেছে নিতে তাদের কোনো দ্বিধা হয়নি। উপরোক্ত মহিলাদের পিতা তাঁর একজন মেয়ের সাথে মুসা (আঃ)-এর বিয়ের বিষয়টি নির্দ্বিধায় প্রস্তাব করেছিলেন।

ইউসুফ (আঃ)-এর দক্ষতাগুলো বর্নিত হয়েছে সুরা ইউসুফে:

فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ১২:৫৪ ..... সুতরাং তিনি যখন তাঁর সাথে আলাপ করলেন তখন বললেন -- "আপনি আজ নিশ্চয়ই হলেন আমাদের সমক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত, বিশ্বাসভাজন।''

মুসা (আঃ)-এর দক্ষতাগুলো বর্নিত হয়েছে সুরা কসাসে:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ ২৮:২৬ মেয়ে দুজনের একজন বলল -- "হে আমার আব্বা! তুমি একে কর্মচারী ক'রে নাও, তুমি যাদের নিযুক্ত করতে পার তাদের মধ্যে সে-ই সব চাইতে ভাল যে বলবান, বিশ্বস্ত।''

১৩. ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে নারী পুরুষের মধ্যে কোন ধরণের সম্পর্ক সঞ্চারিত হওয়া সঠিক নয় তা চিত্রায়িত হয়েছে। মুসা (আঃ)-এর কাহিনীতে নারী পুরুষ কীভাবে সম্মানজনকভাবে একে অপরের সাথে আচরণ করতে পারে তা চিত্রায়িত হয়েছে।

Yusuf: Illustrates what should not transpire between a man and a woman.

Musa: Illustrates what should transpire between a man and a woman.

ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে আযীয পত্নী এবং মিশরের অভিজাত মহিলাগণ যে আচরণ এবং মনোভাব দেখিয়েছিল তা নারী পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিন্দনীয় এবং বর্জনীয় উদহারণ। আযীয পত্নী কেন ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল তার যৌক্তিক কারণ কেউ ব্যাখ্যা হতে পারে এবং বিষয়টি হঠাৎ করে একদিনে আবির্ভূত হয়নি। কিন্তু সেটা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পন্থা নয়। উপরোক্ত বিষয়টি ছিল নির্লজ্জ আচরণ।

অন্যদিকে মুসা (আঃ)-এর সাথে উক্ত মহিলাদের বিষয়গুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছি তা মুসলিম নারী এবং পুরুষদের জন্য পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার (interaction) একটি আদর্শ মডেল হতে পারে।
মুসা (আঃ) যখন সেই মহিলাদ্বয়ের বাড়ীতে তাদের বাবার সাথে কথা বলা শেষ করেছিলেন তখন একজন মহিলা তাদের বাবাকে তাঁকে কাজে নিয়োগ দেয়ার জন্য সুপারিশ করেছিল। এবং তাদের কাজের জন্য কী ধরণের যোগ্যতার পুরুষ দরকার তার বর্ণনাটি দিয়েছিল। এ থেকে তাদের বাবা বুঝে নিয়েছিলেন যে, তার একজন মেয়ে মুসা (আঃ)-কে বিয়ে করতে ইচ্ছুক এবং তিনি মুসা (আঃ)-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। প্রতি পর্যায়ে শালিনতা বজায় ছিল। কেউই নির্লজ্জের মত আচরণ করেনি। সুরা কসাসে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে শুধুমাত্র মুসা (আঃ)-এর বিয়ের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে, যা বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ন রেফারেন্স।

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ ২৮:২৭ সে বলল -- "আমি তো চাইছি আমার এই দুই মেয়ের একটিকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে এই শর্তে যে তুমি আমার জন্য চাকরি করবে আট হজ, আর যদি তুমি দশ পূর্ণ কর তাহলে সে তোমার ইচ্ছা, আর আমি চাই না যে আমি তোমার উপরে কঠোর হব৷ তুমি শীঘ্রই, ইন-শা-আল্লাহ্‌, আমাকে দেখতে পাবে ন্যায়পরায়ণদের একজন৷’’

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾ ২৮:২৮ তিনি বললেন -- "এই-ই আমার মধ্যে ও আপনার মধ্যে রইল৷ এ দুটি মিয়াদের যে কোনোটি আমি যদি পূর্ণ করি তাহলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না৷ আর আমরা যা কথা বলছি তার উপরে আল্লাহ্‌ কার্যনির্বাহক রইলেন৷’’